যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক অনিয়ম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটকে সামনে রেখে ইউজিসির সতর্কপত্র

মুসতাক আহমদ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চলছে সীমাহীন নৈরাজ্য। পূর্বানুমতি ছাড়া নতুন বিভাগ খোলা, বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত নিয়োগদান, এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, টেন্ডার ছাড়া অর্থ ব্যয়, রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও ব্যবহার, সরকারি নিয়মের বাইরে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা দান ও নামে-বেনামে অর্থ ব্যয় দেখানোসহ নানা কারণে সৃষ্টি হয়েছে এ অবস্থা। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেট ঘাটতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘাটতি বাজেট প্রণয়ন করছে।

- সরকারি আইনের বাইরে শিক্ষকদের সুবিধাদান
- ভর্তি ফরম বিক্রির আয় লুটপাট
- ২ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তার বেতন বন্ধ

এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভঙ্গুর আর্থিক প্রশাসন প্রশ্নসাপেক্ষ। নানা অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে ইতিমধ্যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) তালিকাভুক্ত হয়েছে। যেগুলো সম্পর্কে বর্তমানে খোঁজখবর নিচ্ছে দুদক। এছাড়া আরও দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির তদন্ত করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ইউজিসি প্রতি বছর বাজেটের আগে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সতর্কপত্র দিয়ে থাকে। এবছরও দিয়েছে। গত ১০ জুন দেশের ২৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি আবারও সতর্কপত্র পাঠিয়েছে। এতে বাজেট প্রণয়নসহ এক বছরের আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ১২ দফা নির্দেশনা দিয়েছে বলে জানা গেছে। পত্রে কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে, অননুমোদিত নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য কারণে ঘাটতি হলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হবে।

বিগত পাঁচ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে মাত্রাছাড়া। এ সময়কালে দুর্নীতির দায়ে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও মওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ ছাড়তে হয়েছে। সিলেট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট বর্তমানে সরকারের হাতে রয়েছে।

মূলত বিগত সরকারের আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশাসনের উদাসীনতা, অবহেলা, একগুঁয়েমি, এলাকাপ্রীতি, দলীয়করণ ও নিয়োগ বাণিজ্যের ফলে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি হয় অস্বচ্ছতা। দুর্নীতিবাজরা এখনও সক্রিয় বলে অভিযোগ আছে। গত বছর ১৪ মে সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউজিসি ১৪ দফা নির্দেশনা দিয়েছিল। গত ১০ জুন চলতি বছরের সতর্কপত্রে ১২ দফা নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাজেট বরাদ্দের বাইরে সব ধরনের নিয়োগ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে বেশি নিয়োগ দিলে জবাবদিহি করতে হবে। বাড়তি নিয়োগ বা পদোন্নতির ফলে ঘাটতির সৃষ্টি হলে তার দায়-দায়িত্ব ইউজিসি নেবে না। বেতন, পেনশন ও অন্যান্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ খাত পরিবর্তন করে ব্যয় বন্ধ করতে হবে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও পরিবহনের সেবামূলক সার্ভিসের জন্য সুবিধাভোগী শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে সমপরিমাণ অর্থ আদায় করে সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে পরিশোধ করতে হবে। এসব খাতে কোন ধরনের সাবসিডি/ভর্তুকি দেয়া যাবে না। পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, আয়কর, পৌরকর ও অন্যান্য করের বিল বকেয়া রাখা যাবে না। পত্রে নতুন বিভাগ অনুমতি ছাড়া না খোলার ব্যাপারে কঠোরভাবে বলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত স্কুল-কলেজগুলোকে নিজস্ব জনবলের অন্তর্ভুক্ত না করে এসব প্রতিষ্ঠানকে স্ব-অর্থে পরিচালনা করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককে পিএবিএক্স টেলিফোন দেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সব অনিয়ম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৮

৫৩১।

অনিয়ম : বিশ্ববিদ্যালয়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষককে মজিরবিহীনভাবে মাসে ৮শ' টাকা করে টেলিফোন ভাতা দেয়া হচ্ছে। বিদ্যুৎ, গ্যাস কিংবা পরিবহন চার্জ নেয়া হলেও পানি বিল নেয়া হচ্ছে না। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলটি পরিণত হয়েছে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের পুনর্বাসন কেন্দ্রে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি ফরম বিক্রি বাবদ যে কোটি কোটি টাকা আয় হয়, তা শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী মিলে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। চলতি বছর এ নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশ করায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগান্তর প্রতিনিধি ইকরামুল ইসলাম বিপ্লবকে কয়েকজন শিক্ষক পরীক্ষায় ফেল ধরিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি পরীক্ষার টাকা ভাগ-বাটোয়ারার অভিযোগ আছে। শুধু তাই নয়, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে ভর্তি পরীক্ষার আয় থেকে ৫ লাখ টাকা নেয়ার অভিযোগও রয়েছে ইউজিসির কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক নোটিশে ভর্তি পরীক্ষার আয় সম্পর্কে তথ্য জানাতে বলেছে।

জানা গেছে, ইউজিসির সতর্কপত্রে ভর্তি পরীক্ষার এ আয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে। ইউজিসির পত্রে সর্বোপরি রাজস্ব ব্যয়ের ওপর সব ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলা হয়, শুধু বিদ্যমান জনবলের ভিত্তিতে বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে। বরাদ্দের বাইরে কোন নিয়োগ বা আর্থিক সুবিধা দেয়ার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়নি।

ইউজিসি সূত্র জানিয়েছে, বরাদ্দের বাইরে এবং পূর্বানুমতি ছাড়া বিভিন্ন নিয়োগের কারণে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪৪ জন ও হাজী দানেশের ৩৯৩ জন রয়েছে। গত বুধবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হোসেনসহ একটি প্রতিনিধি দল আসন্ন বাজেটে অতিরিক্ত নিয়োগকৃতদের জন্য বরাদ্দের তদবিরে আসেন ইউজিসিতে। ওই অতিরিক্ত নিয়োগের প্রধান ব্যক্তি বলে পরিচিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও বর্তমানে ইউজিসির সদস্য ফাইমুল ইসলাম ফারুকীও তখন চেয়ারম্যানের কাছে এ ব্যাপারে তদবির করেন। এ সংক্রান্ত সভায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে সূত্র জানায়।